হাতে লেখা পত্রিকা ২০২৬

রেওয়াজ

দ্বিতীয়বর্ষ

প্রথম সংখ্যা

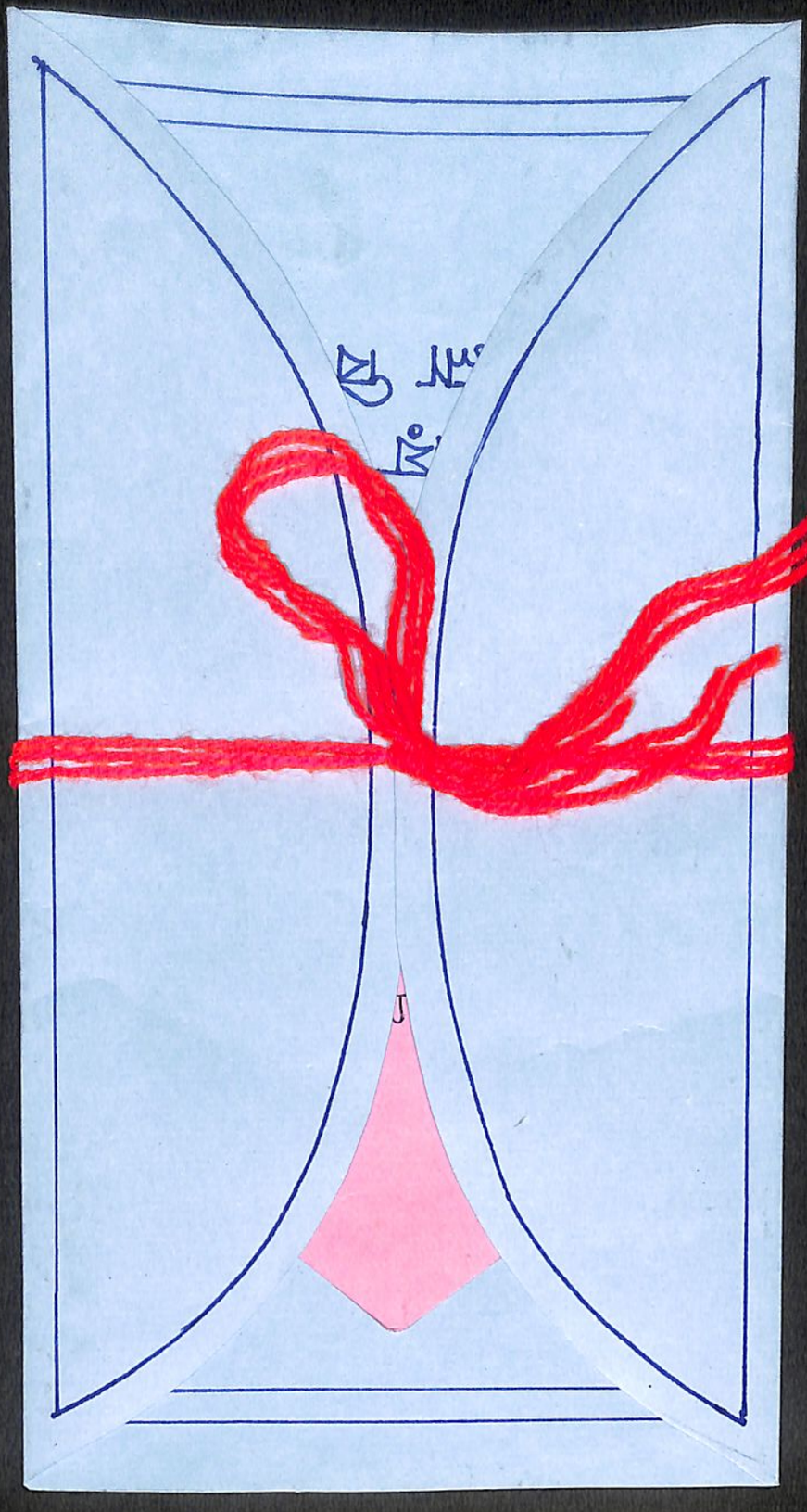

DR. ABHIJIT SAHA
23.04.2026

Dr. Abhijit Saha
Asst. Prof. and H.O.D.
Department of Bengali
Duliajan College, Dibrugarh
Duliajan, Assam-786602

স্বাক্ষর

বিভাগীয় প্রধান
বাংলা বিভাগ

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
• সম্পাদকীয়		২
• প্রচ্ছদ		৩
• কবিতা নীরব	রঞ্জিতা দাস	৪
• ছবি	রঞ্জিতা দাস	৫
• চিঠি	রুচিকা পাল	৬
• কবিতা বৃষ্টি	রঞ্জিতা দাস	৭
• ভ্রমণ কাহিনী আমাদের যাত্রা	রঞ্জিতা দাস	৮-১০
• অলৌকিক ঘটনা ছায়া	রুমি পাল	১১-১২
• ছোট গল্প গ্রামের মেয়ে সীমা	রুমি পাল	১৩-১৪
• রহস্য গল্প রহস্যময়ী বাড়ি	রঞ্জিতা দাস	১৫-১৬
• কবিতা নতুন সমাজ	রুমি পাল	১৭

সম্পাদকীয়

'রেওয়াজ' শব্দের অর্থ হল অভ্যাস। 'রেওয়াজ' সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা মানুষের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। তবে সব রেওয়াজই ইতিবাচক নয়। সমাজের কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় 'রেওয়াজ' সংরক্ষণ করা উচিত, আর অপ্রয়োজনীয় বলতে বোঝা যায়। সমাজের নির্দিষ্ট সম্প্রদায় সংস্কৃতিক বা প্রচলিত প্রথার অভ্যাস, দীর্ঘদিন চলে আসা ঐতিহ্য। 'রেওয়াজ' অনেক ক্ষেত্রে সমাজের মূল্য বোধ, ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত থাকে। বাংলা বিভাগের হাতে লেখা দ্বিতীয় বর্ষের পত্রিকাটি প্রকাশিত হল। আগামী দিনের বিভাগীয় ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের লেখা-লেখি ও জীজনমূলক রচনার 'রেওয়াজ' বজায় রেখে এই হাতে লেখা পত্রিকাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের বিশ্বাস।

ধন্যবাদ

প্রচ্ছদ

- রুচিকা পাল

সম্পাদক

- রঞ্জিতা দাস

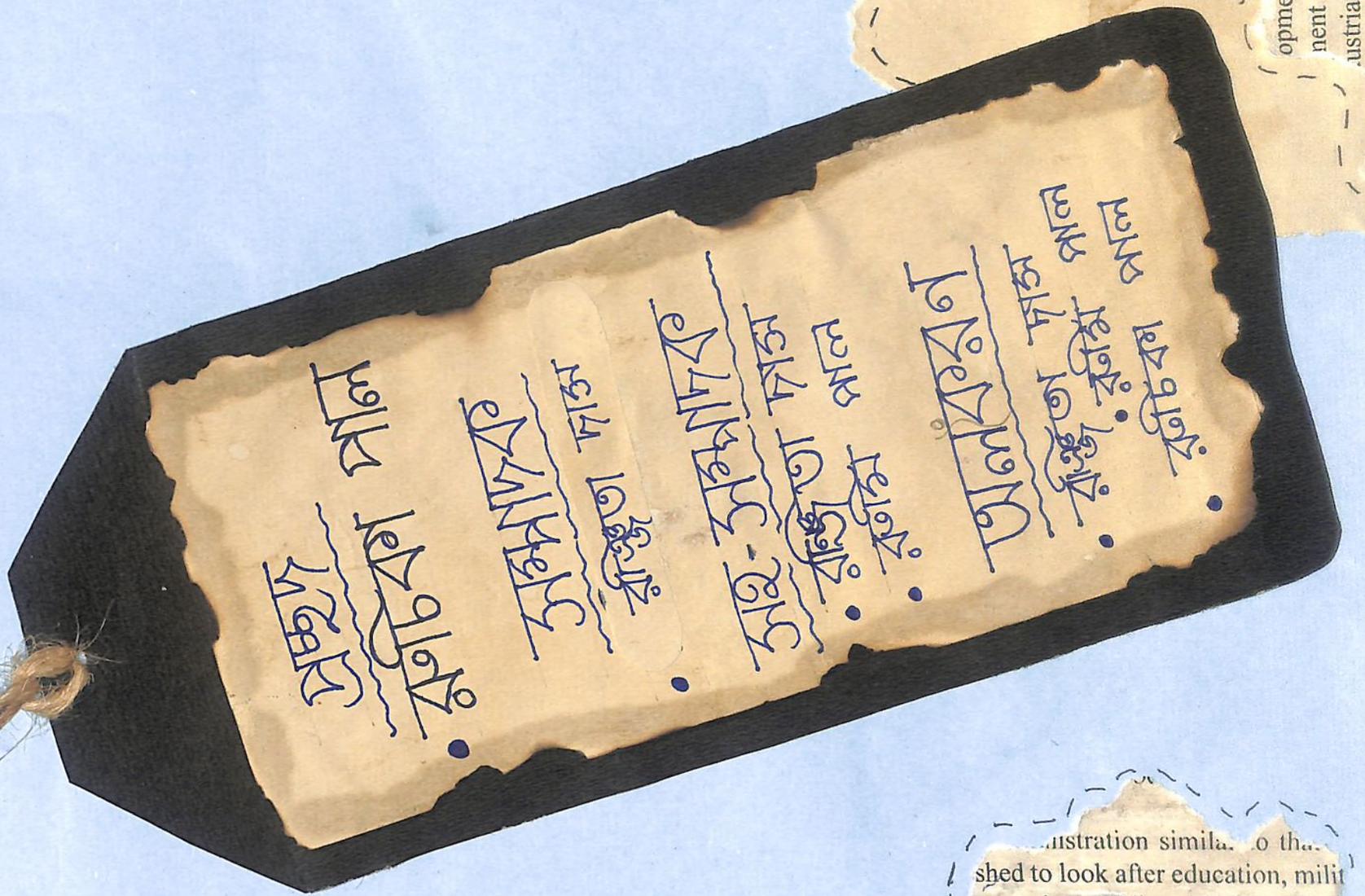

সহ-সম্পাদক

- রঞ্জিতা দাস
- রশ্মি পাল

অলংকরণ

- রঞ্জিতা দাস
- রশ্মি পাল
- রুচিকা পাল

নীরব

এই পৃথিবীতে কত মানুষ
কত তাদের রূপ ।।
সমাজে আছে তারা হয়ে চুপ
থাকে তারা বুজে মুখ।
কত কি হয় এই সমাজে
মানুষের চোখের সামনে ।।
দেখে তারা চোখ বুজে
কেনো করে তারা এমন।
মুখ খুলবে কি তারা ?
না থাকবে এমনি চুপ করে
সইবে নীরবে সব কিছু
নাকি খুববে চোখ তারা ?

— রিঙ্কুতা দাস

তেজপুর
তারিখঃ ২২/০৪/২০২৬

শ্রদ্ধেয় পিতা,

সর্বপ্রথম আমার প্রনাম নেবেন। আশা করি আপনি ভালো আছেন। মাকে আমার প্রনাম ও ভাইকে আমার ভালো বাসা জানাবেন। আমিও এখানে ভালো আছি।

আমাদের মহাবিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ থেকে, আমাদের ইংরাজী ১০ মে তারিখে উড়িষ্যা ভ্রমনে নিয়ে যাবে। তাই আমি আপনার অনুমতি চাই। আপনার অনুমতি পেলে আমিও সবার সাথে ভ্রমনে যাব।

আপনি কোনো চিন্তা করবেন না, কারন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষরা নিজেদের দায়িত্বে আমাদেরকে নিয়ে যাবেন এবং নিয়ে আসবেন।

এই উদ্দেশ্যে আমার আপনার কাছে এই চিঠি লেখা।

ইতি
আপনার স্নেহের
অপরূপা

~ রুচিকম পা

বৃষ্টি

আমি আছি বসে
সেই জানালার পাশে,
আবগাশে দেখি মেঘ হাঁসে
বৃষ্টি আসবার আগে।

মনের আনন্দে চাহি বাহিরে
চাহি এই অপূর্ব পৃথিবী,
জানিনা কেন ভালো লাগে নিজেকে
আসিলে এই বৃষ্টি।

মনের খুশিতে ময়ুর নাচে,
ব্যাঙেরাও করে গান
সুর তুলে নাচে ভুবনমোহিনী
দেখে ভরে এই প্রান।

আমি আছি বসে
সেই জানালায় পাশে,
নীল আকাশে মেঘ আপনি যায় ভেসে
সবুজ ঘাসের বুকে
ভোরের শিশির হাসে।।

— রঞ্জিতা দাস,

আমাদের যাত্রা

শিলং থেকে দার্জিলিং আমাদের যাত্রা

আমরা সব বন্ধু-বান্ধবীরা মিলে একবার পরিকল্পনা করলাম ঘুরতে যাবো। আমাদের যাবার দিন ছিল 25 জানুয়ারী সেই দিন আমাদের ট্রেনের টিকিট কাটা হলো। যাবার কথা ছিল গুয়াহাটি থেকে শিলং এবং শিলং থেকে দার্জিলিং।

আমাদের ট্রেনছিল রাত্রি বেলা। ট্রেনে সকলে এক সাথে হই হুল্লোর ও মজা করতে করতে আমরা গুয়াহাটি থেকে ট্রেনে উঠি। সেখানে আমরা পাঁচ জন মেয়ে ও চার জন ছেলে বন্ধু-বান্ধবী। আমরা ছোটো থেকে এক সাথে বড় হয়েছি, কিন্তু এই আমাদের প্রথম কোনো জায়গায় ঘুরতে যাওয়া। আমি

প্রথম দিন: সকাল সকাল দিকে আমরা শিলং পাহাড়ে অর্থাৎ শিলং গিয়ে পৌঁছাই। শিলং হল মেঘালয়ের রাজধানী, একটি খুব সুন্দর শহর যা দেখে আমাদের মন আনন্দে ভরে গেলো। আমরা আমাদের এই যাত্রার জন্য খুব উৎসাহিত হয়ে গেলাম। আমরা সবাই আগের থেকেই গাড়ি হোটেল সবকিছু বুকিং করে রেখেছিলাম। পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা

গাড়ি করে হোটেল যায় এবং সেখানে গিয়ে কিছুক্ষন আরাম করে। নিজেদের জিনিসপত্র ঠিক-ঠাক করে, সবাই ঘুরতে বেরিয়ে যায়। প্রথমে আমরা গাড়ি করে আসে পাশে জায়গায়, পাহাড়, বাজার সব কিছু ঘুরি সেই সব অনুভূতি ছিল অপরূপ সবাই এক সাথে মজা করে সেই দিন কেটে যায়। হোটেলে এসে রাতে সকলে মিলে 'ক্যাম্প ফায়ার' লাগিয়ে সকলে এক সাথে বসে গান, বাজনা করে আনন্দ করি। এই করে সেই পুরো দিন পার হয়ে যায়। হাঁসি মজার সাথে।

এরপর দ্বিতীয় দিন আমরা সকাল আট টাই উঠে, সকালের খাওয়ার খেয়ে হোটেল থেকে বের হয়ে যায় পুরো শিলং শহর দেখার জন্য। আমরা একজন "Tourist Guide" এর থেকে পরামর্শ নিয়ে সেখান থেকে Scooty ভাড়া করে ঘুরতে বের হই। কেন না সেইটি ছিল কম খরচে ঘুরার জন্য সবচেয়ে সহজ উপায় আমরা সকলে সেই যানবাহন নিয়ে শিলং শহরের সৌন্দর্য উপভোগ করি। দেখি ঝর্না, চেরাপুঞ্জিও আরোও অনেক কিছু, সব দেখে চলে আসি। এখানে আমাদের থেকে একটি Scooty র ভাড়া হাজার টাকা করে নেন।

তৃতীয় দিন শিলং থেকে আমরা গাড়ি করে চলে যাই দার্জিলিং এর উদ্দেশ্যে। রাস্তায় অনেকটা সময় যাত্রার পর দেখতে দেখতে আমরা পৌঁছে যাই "তিস্তা নদীর" সামনে সেখানে আমাদের গাড়ি কিছু সময়ের জন্য থামে। আমরা অনেক ছবি

তুলি স্মৃতি হিসাবে রেখে দেওয়ার জন্য। তারপর আমরা দার্জিলিং গিয়ে পৌছাই সেখানে গিয়েই আমরা নিজেদের হোটেলের রুমে গিয়ে উঠি। সেইদিন আর কোনো জায়গায় যাওয়া হয়নি রাতের খাওয়া দাওয়া শেষ করে পরের দিনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ঠিক করে, আনন্দে সেই রাত্র পার করলাম।

পরের দিন আমরা সবাই মিলে টাইগার হিল সূর্যোদয় দেখবার জন্য ভোর ৪ টা থেকে অপেক্ষা করলাম এবং সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখে নেওয়ার পর সেখান থেকে আমরা বাতাসিয়া লুপ এবং চা বাগান এই সব ঘুরতে গিয়েছিলাম। তারপর টয় ট্রেন রাইড করলাম দার্জিলিং স্টেশন থেকে ঘুম পর্যন্ত ট্রেনটি গিয়ে আবার ফিরে আসে একই জায়গায়। এতে সময় লাগে ২ ঘন্টা।

সেইদিন বিকেলে আমাদের ট্রেন ছিল। তখন বাড়ি ফিরার সময় ফেরার পথে মনে হচ্ছিল পাহাড়ের এই দুই রূপ আসলে একে অপরের পরিপূরক। এই যাত্রা সব সময় আমাদের সবার স্মৃতিতে সুন্দর হয়ে থেকে যাবে এবং আমাদের এই সুন্দর বন্ধুত্বও।

— রিক্তিতা দাস

ছায়া

– রুমি পাল

শহর থেকে অনেক দূরে, পাহাড় আর জঙ্গলের মাঝে, একটা বিচ্ছিন্ন জায়গা লোকরা একে বলে "নির্বাণ উপত্যকা"। সেখানে একটা পুরোনো বাড়ি আছে, বাড়িটিতে কোনো মানুষের বসবাস নেই। পুরোনো বাড়িটা গ্রামে একেবারে শেষ প্রান্তে, সূর্য ডোবার পর ওই পথে কেউ যায় না।

অনর্ব, একজন ভ্রমন ব্লগার। একদিন এই জায়গার কথা শুনে সেখানে যায়। গুগল ম্যাপে ঠিকমতো লোকেশনও নেই। অনেক কষ্টে সে সেখানে পৌঁছে দেখে, আশ্চর্যভাবে জায়গাটা অস্বাভাবিক শান্ত। সবাই খুব স্বাভাবিক আচরন করছে, কিন্তু তাদের চোখে একটা অদ্ভুত শূন্যতা।

সেখানে তার পরিচয় হয় ইরা নামের এক মহিলার সঙ্গে ইরা তাকে বলে, "এখানে কেউ কিছু লুকাই না ...... এখানে সবাই সত্যিকারের," পুরোনো বাড়িটা উপত্যকার শেষ প্রান্তে হওয়ার ফলে অনর্ব ও তাঁর একবন্ধুর সেখানে যেতে যেতে রাত হয়ে গেল। তারা টর্চ নিয়ে ঢুকে পড়লো সেই বাড়িতে। দরজা ঠেলতেই কড় কড় শব্দ করে খুলে গেল। ভেতরে ধুলো জমে

আছে দেয়ালে পুরোনো ছবি ---- একটা ছবিতে একজন মহিলা যার চোখ যেন অর্নব ও তার বন্ধু রাহুলের দিকেই তাকিয়ে আছে। হঠাৎ বাতাস না থাকলেও জানালাটা নিজের থেকেই খুলে গেল।

রাহুল অর্নবকে ফিসফিস করে বলল, "চল ফিরে যাই" কিন্তু তখনি তাঁরা শুনতে পেল অদ্ভুত একটা কন্ঠস্বর। "এত তাড়াহুড়ো কেন, এসেছো যখন বসোনা।" এবং এরপর জোরে জোরে করে এক অদ্ভুত হাঁসির আওয়াজ তাঁরা শুনতে পাই।

তাঁরা ভয়ে জমে গেলো। চারদিকে কেউ নেই, কিন্তু শব্দটা পরিষ্কার। তারপর ঘরের কোণে রাখা একটা পুরোনো দোলনা নিজে নিজেই দুলতে শুরু করল। টর্চের আলো ফেলতেই দেখা গেল - দোলনায় বসে আছে একটা ছায়া। 'ধীরে ধীরে সেই ছায়া স্পষ্ট হতে লাগল - একজন বৃদ্ধা... ফ্যাকাশে মুখ কিন্তু চোখ দুটো ভয়ানক জ্বলজ্বল করছে।' অর্নব ও রাহুল হঠাৎ চিৎকার করে দৌড় দিল। বাইরে বেরিয়ে এসে পিছনে তাকাতেই দেখে - বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে ওরা অদ্ভুত ভাবে, মৃদু হাসছে। পরের দিন সকালে তাঁরা আবার সেখানে গেল - কিন্তু বাড়িটা নেই। শুধু ফাঁকা জমি। তাদের ব্লগের ভিডিওটাও নেই।

গ্রামের এক বৃদ্ধ তখন তাদের বলল, "ওই বাড়ি তো অনেক বছর আগেই জ্বলে গেছে... কিন্তু মাঝে মাঝে পূর্ণিমার রাতে, আবার দেখা যায়.....

গ্রামের মেয়ে সীমা

গোবিন্দপুর নামে এক গ্রাম। গ্রামের এক কোণে থাকতো একটি মেয়ে, সে খুবই ভদ্র, নম্র ও দয়ালু স্বভাবের। পড়াশোনার ক্ষেত্রেও সে খুব মনযোগী ও পরিশ্রমী। সে নিয়মিত অধ্যয়ন করে এবং নিজের লক্ষ্য পূরণের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যায়। ছোট বেলা থেকেই তার স্বপ্ন ছিল অনেক বড় কিছু করার। কিন্তু তার পরিবার ও গ্রামের মানুষজন মনে করত —
"মেয়েদের এত পড়াশোনার দরকার কী?"

মেয়েটির নাম ছিল সীমা। সীমা গ্রামের লোকজনের এসব কথা শুনেও থেমে থাকেনি। প্রতিদিন ভোরে উঠে সে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়াশুনা করত, তার স্কুলে যেত অনেক দূর হেঁটে। বাড়ির সমস্ত কাজ শেষ করে। তার চোখে ছিল এক অদম্য জেদ - নিজেকে প্রমান করার জেদ।

একদিন সীমার স্কুলে একটি প্রতিযোগিতা হলো। সীমা সেখানে প্রথম হলো বীরে বীরে তার নাম ছড়িয়ে পড়ল পুরো এলাকায়। খবরের কাগজেও তাঁর নাম বের হল। যে মানুষগুলো একসময় তাকে অবহেলা করত, তারাই এখন তার বুদ্ধি ও চেষ্টার

প্রশংসা করতে লাগল।

কিন্তু সীমা শুধু নিজের জন্য লড়েনি সে বুঝিয়েছিল, যে তার মতো আরও অনেক মেয়ে আছে যারা সুযোগ পায়না পড়াশুনা করবার জন্য। তাই সে বড় হয়ে শিক্ষক হলো এবং গ্রামের মেয়েদের পড়াতে শুরু করল।

আজ সেই গ্রামে আর কেউ বলে না। "মেয়েরা কিছু করতে পারে না।"

বরং সেই গোবিন্দপুর গ্রামে সীমা প্রমান করে দিয়েছিল —

"মেয়েরা চাইলে সবকিছু করতে পারে।"

— রুমি পাল

রহস্যময়ী বাড়ি

অনু প্রতি গ্রীষ্মের বন্ধে তার মামা বাড়ি ঘুরতে ঘুরতে আসে। তার মামার বাড়ি শ্রীপুরে সেখানে সে ছোটবেলা থেকে প্রতি বছর গ্রীষ্মের বন্ধে মা বাবা ও তার ছোট ভাই বোন দের নিয়ে ঘুরতে যায়। এইবার ও তার কোনো অন্যথা হয় নি। কিন্তু সেই গ্রামের অর্থাৎ অনুর মামার বাড়ির সামনে একটি খোলা আর্বভাঙ্গা পুরোনো বাড়ি ছিল যেখানে কেউ আসা যাওয়া করতো না। সবার বারন ছিল সেখানে যাওয়া। সবাই বিশ্বাস করে সেই বাড়ীটি অভিশপ্ত কারন সেখানে 20 বছর আগে ঘটেছিল এক ঘটনা। যার পর থেকে সেখানে আর কেউ থাকে না। কিন্তু অনু এমন কিশোর অবস্থায় তার মনে সেই সকল বারন আর মানতে চায় না। সে মামা বাড়ি থাকাকালিন একদিন দুপুর বেলা যখন সবাই ঘুমিয়েছিল সে চুপ-চাপ কাউকে না বলে সেখানে চলে যায়। সেই ভাঙা ধুলো পরা বাড়িটা কেনো জানি অনুকে ছোটবেলা থেকে তার মনে হত তাকে ডাকছে। সে অনেক বার আসার চেষ্টা করেছে কিন্তু সে কখনো আসতে পারে নি। এবার সে এসেছে, সে যখন ঘর গুলো ঘুরে ঘুরে দেখছিল তখন তার কেন জানি হঠাৎ মনে হল কেউ তার পিছু পিছু হাটছে সে পিছু ফিরে তাকায় কিন্তু সেখানে কেউ নেই। অনু ভাবে এটা ওর মনের ভুল কিন্তু ঠিক সেই সময় তার পায়ের কাছ থেকে একটি ইঁদুর চলে যায়, যা দেখে অনু একটু ভয় পায়।

সেই সময়ের খেয়াল করে না। হঠাৎ কখন দুপুর থেকে সন্ধ্যা হয় আসে অনু তা অনুভব করতে পারে না। বাড়ি থেকে বের হবার সময় তার দেখা একটা ছেলে সাথে হয়। সে অনু কে জিজ্ঞেস করে সে কে? ছেলেটি বলে সে এই গ্রামে নতুন অনু তাকে চিনবে না। এই বলে ছেলেটি ও অনু বাড়িটি থেকে বের হয়ে যায়। অনু মনে মনে ভাবে কে সেই ছেলেটি পথ চলার সময়। অনু তাকে জিজ্ঞেস করে তোমার নাম কি? ছেলেটি বলে তার নাম অনুরুদ্ধ অনু আর কিছু জিজ্ঞেস করে না। অনু যখন সন্ধ্যার সময় বাড়িতে আসে। অনুর মা জিজ্ঞেস করে তুই কোথায় গিয়েছিলি অনু কিছু বলতে যাবে তখন গ্রামের এক বয়স্ক ব্যক্তি এসে বলে অনু সেই হোগলা পুরোনো বাড়িতে গিয়েছিল।

এ কথা শুনে অনুর মা অনেক রেগে যান। কারণ জানার চেষ্টা অনু তখন করেনি। রাতে অনু মায়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে সেখানে কি হয়েছিল। তখন তাঁর মা বলে সেই বাড়ি বড়ছেলে বুড়ি বছর আগে মারা সেখানে মারা যায়। সবাই ভাবে তার আত্মা এখন সেই বাড়িতে আছে, অনু জিজ্ঞেস করে তার নাম কি। এবং কিভাবে তার মৃত্যু হয়। অনুর মা নামটি বলতেই অনুর শরীর শিউরে উঠে কিন্তু অনু তা মাকে বলে না। অনুর মুখ শুকিয়ে যায়। অনু জিজ্ঞেস করে সে দেখতে কেমন? কিন্তু অনুর মা উত্তর দেয় না। সকালে অনু তাঁর মামার মেয়ে সাথে গ্রামে ঘুরতে যায় তখন সে জানতে পারে যে অনুরুদ্ধ নামের কেউ নেই সেই গ্রামে। তখন অনু ভাবে কাল যার সাথে তার দেখা হয়েছিল সেই লোকটি কে!

— রিঙ্কিতা দাস।

নতুন সমাজ

ভিন্ন মানুষ দিয়ে গড়া এই সমাজে
প্রেম ও ভালোবাসা এর প্রধান সাজে
তবুও হিংসা ও দ্বন্দ্ব রয়েছে সবার সঙ্গে,
এসো গড়ি নতুন সমাজ ভালোবাসায় রঙে।

ভেদ-বিভেদ ভুলে যাও আরো সব দ্বন্দ্ব
মানবতার আলো জ্বালাও অন্ধকার বন্ধ,
মানুষ যদি পাশে থাকে সত্য মন নিয়ে সঙ্গে,
তবে গড়া যাবে নতুন সমাজ ভালোবাসার রঙে।

ধর্ম, বর্ণ, ভাষার ভেদ কেনো এত দেমাগ
সত্যের পথে এগিয়ে চলো কাটাও সব জঞ্জাল,
ধনী-গরিব সব ভুলে মিলি একই সঙ্গে,
তখন গড়বে নতুন সমাজ ভালোবাসার রঙে।

— রুমি পাল